১. প্রযুক্তির নাম	**:**	এইচএস-**২৪**	
২. অবমুক্তের সন	**:**	১৯৭৭	
৩. উদ্ভাবণের পদ্ধতি	**:**	বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন	
৪. প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য	**:**	✓ কান্ড গাঢ় কালচে সবুজ, পর্বে বেগুণী ছোপ, কান্ডের গায়ে ঘন রোম আছে। ✓ পাতা করতলাকৃতি, গাঢ় সবুজ, ফুল হাল্কা হলদে রঙের ভেতরে মাঝখানে লালচে খয়েরী রঙের কেনাফের চেয়ে ছোট আকারের হয়ে থাকে। ✓ মেস্তার ফল ডিম্বাকৃতি ও শীর্ষভাগ সরু। ✓ ফলের রঙ লালচে দাগসহ হাল্কা সবুজ। ✓ বীজ কিডনি আকারের ও হাল্কা খয়েরি রঙ।	
৫. প্রযুক্তির উপযোগিতা	**:**	এ জাতটি নেমাটোড প্রতিরোধী। উঁচু, মাঝারি-উঁচু, খরা পীড়িত চর এলাকার পতিত বেলে জমিতে বপনযোগ্য।	
৬. উৎপাদনের মৌসুম	**:**	খরিফ-১	
৭. বপন সময়	**:**	চৈত্রের প্রথম-বৈশাখের শেষ (১৫ মার্চ – ১৫ মে)	
৮. বীজের হার	**:**	সারিতে ১৮-২০ কেজি/হেক্টর এবং ছিটিয়ে ২২-২৫ কেজি/হেক্টর	
৯. প্রযুক্তির চাষাবাদ পদ্ধতি	**:**	**জমি তৈরী ও বীজ বপন:** জমির প্রকার ভেদে আড়া-আড়ি ভাবে দুই তিন বার চাষ ও মই দিতে হবে। আগাছা বাছাই করে ফেলতে হবে। বীজ সারিতে ও ছিটিয়ে বপন করা যায়। ৩০ সে.মি. পর পর সারি করে বীজ বুনতে হয়। রোগ দমনের জন্য রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সম্ভব হলে বীজ বপনের পূর্বে শোধন করে নিতে হবে। এ জাতটি উষর, শুষ্ক জমির উপযোগী যেখানে অন্য কোন আঁশ ফসল হয় না। অতিবৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতা ও রোগের আক্রমন ঘটতে পারে। **সার প্রয়োগ:** জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি ২-৩ টন গোবর সার প্রয়োগ করা খুবই প্রয়োজন। গোবর সার প্রয়োগ করলে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। গোবর সার প্রয়োগ না করলে হেক্টর প্রতি ৬৬ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি এবং ৪০ কেজি এমওপি সার জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করতে হবে। আবার ৪৫ দিন বয়সের গাছে ফল ও বীজ উৎপাদনের জন্য হেক্টর প্রতি ৬৬ কেজি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে। ইউরিয়া সার ছিটানোর সময় বিশেষ শর্তকতা অবলম্বন করতে হবে যাতে সার পাতার সাথে লেগে না থাকে। **পরিচর্যা:** চারা গজানোর পর প্রয়োজন অনুসারে নিড়ানী ও গাছ পাতলা করে দিতে হবে। প্রথম দিকে যত্ন না দিলে আগাছার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় গিয়ে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং তা পরে সহজে পূরণ হতে চায় না। পাটের চেয়ে মেস্তার নিড়ানী ও পরিচর্য্যা কম লাগে।	

		ফসল সংগ্রহ, শুকানো ও গুদাম জাতকরণ: গাছের বয়স ১২০ থেকে ১৩০ দিন হলে এ জাতের গাছ কাটা যায় এবং ফলন ভাল পাওয়া যায়। চিকন ও মোটা গাছ আলাদা আলাদা ভাবে আটি বেঁধে পাতা ঝরিয়ে গোড়া ৩/৪ দিন এক ফুট পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। পরে পরিস্কার পানিতে জাক দিতে হবে। জাক খুব পুরু না করে খড় বা কচুরী পানা দিয়ে ঢেকে দেওয়া ভাল। আঁশ যাতে বেশী পচে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ আঁশ যত পরিস্কার করে ধোয়া যায় ততই উজ্জ্বল হয়। ধোয়া আঁশ বাঁশের আড়ে শুকানো উচিত। মাটিতে শুকালে ময়লা হয়ে আঁশের মান খারাপ হয়। **বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ:** বীজের জন্য ভাদ্র মাসে (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর) বীজ বপন করা ভাল। এর ফলে আশ্বিন বা কার্তিকের প্রচলিত বৃষ্টিমুখর কয়েকটি দিনের আক্রমণ থেকে বীজ রেহাই পায়। মেস্তার ফল পাকলে বীজ ফসল কেটে ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে নিলে ফলগুলো ফেটে যায় এবং তারপর লাঠি দিয়ে মাড়িয়ে সহজেই বীজ সংগ্রহ করা যায়। বীজ শুকানোর জন্য সরাসরি সিমেন্টের মেঝের উপর বীজ না রেখে মেঝের উপর পাটের বস্তা বিছিয়ে অথবা ভালভাবে গোবর দিয়ে লেপা শুকনো উঠানে বীজ শুকানো ভাল। উল্লেখ করা যায় যে, সরাসরি সিমেন্টের মেঝের উপরে বীজ শুকালে বীজের ভিতরের ভ্রূণ প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ঐ বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়। আবার ভেজা উঠানে বীজ বিছিয়ে শুকালে বীজ শুকানোর পরিবর্তে রৌদের তাপ এবং মাটির আর্দ্রতা মিলে বীজের জীবনী শক্তি দুর্বল করে দেয়। বীজ সংরক্ষণে এই শুকানোর প্রক্রিয়া এবং সময়সীমা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুকনো কয়েকটি বীজ নিয়ে দাঁতের ফাকে চাপ দিলে কট করে ভেঙ্গে গেলে বোঝা যাবে বীজ পর্যাপ্ত শুকিয়েছে। শুকনো বীজ ঠান্ডা করে তারপর প্লাষ্টিকের ক্যান, টিন ইত্যাদিতে মুখ ভালেভাবে বন্ধ করে রাখলে বীজ বহুদিন ভাল থাকে। মেস্তার বীজ পাটের চেয়ে আদ্রতাকাতর। তাই এর বীজ সংগ্রহ করে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা করে পলিথিন মোড়ানো পাত্রে রাখা ভাল। বীজ সংগ্রহের পর কাঠি জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
১০. জীবনকাল	**:**	১২০-১৫০ দিন (আশের জন্য) ১৮০-২১০ দিন (বীজের জন্য)
১১. ফলন	**:**	২.৪০-২.৭০ টন/হেঃ